Anandabazar Patrika dated 01.05.2022

চলতি মাসেই কিছু অঞ্চলে বাড়িতে পাইপে গ্যাস

নিজস্ব সংবাদদাতা

আশা ছিল, নতুন বছরের গোড়াতেই ঘটবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু নানা কারণে তা কিছুটা পিছিয়ে যায়। অবশেষে মে মাসেই কলকাতা এবং দুর্গাপুরের কাছে গোপালপুরে কয়েক হাজার পরিবারে পাইপে করে রান্নার গ্যাসের সংযোগ চালু হওয়ার সম্ভাবনা।

কলকাতা ও হাওড়ার একাংশে রান্নার জন্য পাইপের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের সূত্রপাত দেড়শো বছরেরও বেশি আগে। তৎকালীন ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির (পরে রাষ্ট্রায়ত্ত গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন) হাত ধরে। কিন্তু জোগানের অভাবে পরে গতি হারায় সেই পরিষেবা। প্রায় দেড় দশক আগে রাজ্যে গেলের পাইপলাইনে প্রাকৃতিক গ্যাসের জোগানের সম্ভাবনা নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটির সঙ্গে আলোচনা শুরু করে তৎকালীন বাম সরকার। পালাবদলের পরে প্রকল্পটি নিয়ে এগোয় তৃণমূল সরকারও।

গেলের পাইপলাইন পানাগড় পর্যন্ত এসেছে। সেটিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস জোগাচ্ছে সংস্থাটি। এ ছাড়াও কোল বেড মিথেন (সিবিএম) গ্যাস কলকাতায় জোগান দিচ্ছে তারা। গাড়ির জ্বালানি (সিএনজি) ও রান্নার জন্য পাইপের মাধ্যমে (পিএনজি) বাড়ি বাড়ি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন এলাকায় আগে বরাত পেয়েছে আইওসি-আদানি গোষ্ঠীর জোট (আইওএজিপি), হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম (এইচপিসিএল) এবং বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি (বিজিসি)। তারা তাদের এলাকায় এখন কিছু সিএনজি স্টেশন চালু করেছে। এর পর পিএনজি-ও চালু করবে। পরবর্তী ধাপে রাজ্যের আরও কিছু জেলায় এইচপিসিএল-এর সঙ্গে সেই বরাত পেয়েছে ভারত পেট্রোলিয়াম এবং ইন্ডিয়ান অয়েল-ও।

রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস

- জগদীশপুর-হলদিয়া, ধামড়া-হলদিয়া ও বারাউনি-গুয়াহাটি পাইপলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের জোগান দেবে গেল।
- জগদীশপুর-দুর্গাপুর পাইপলাইন এসেছে। দুর্গাপুর-হলদিয়া এবং ধামড়া-হলদিয়া পাইপলাইন ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার আশা।
- পরিবহণের জ্বালানি (সিএনজি) এবং পাইপের মাধ্যমে বাড়িতে রান্না ও শিল্পোৎপাদনের জ্বালানি (পিএনজি) হিসেবে ব্যবহৃত হবে সেই গ্যাস।
- মে মাসে কলকাতায় একটি আবাসনে ও দুর্গাপুরের কাছে গোপালপুর এলাকায় কয়েক হাজার পরিবারে পিএনজি সংযোগ চালু হওয়ার আশা।
- পুজোর আগে ও বছর শেষে কলকাতা, দুর্গাপুর, পাণ্ডুয়ার বিভিন্ন জায়গায় আরও পিএনজি সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্য বণ্টন সংস্থাগুলির।
- গেলের মূল পাইপলাইন ও বণ্টন পরিকাঠামোয় ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি লগ্নির সম্ভাবনা। হবে বিপুল কর্মসংস্থানও।

বিজিসি জানুয়ারিতে কলকাতার একটি আবাসন কমপ্লেক্সে (আরবানা) পিএনজি সংযোগ চালু করবে বলে আশাবাদী ছিল। সংস্থা সূত্রের খবর, সেখানে তিনটি টাওয়ারের পাইপের পরিকাঠামো তৈরি। তার মধ্যে একটিতে মিটার বসানোর কাজও চলছে। চূড়ান্ত কয়েকটি ছাড়পত্র পেলে মে মাসেই তা চালু হয়ে যাবে। তবে গেলের পাইপলাইনের গ্যাস কলকাতায় পৌঁছতে এখনও বছরখানেক সময় লাগতে পারে। তাই আপাতত দুর্গাপুর থেকে বিশেষ ট্রাক বা কাসকেডে করে গেল যে কোল বেড মিথেন গেল বিজিসি-কে পাঠাচ্ছে, সেই পদ্ধতিতেই ওই আবাসনে প্রাকৃতিক গ্যাস আনবে সংস্থা। সেই গ্যাসই তার পরে সেখানকার 'ডিকম্প্রেশন ইউনিট'-এর মাধ্যমে পাইপে বাড়িতে সংযোগ দেওয়া হবে।

আইওএজিপিএল সূত্রের খবর, গেলের মূল পাইপলাইনের গ্যাস এবং চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেলেই দুর্গাপুরের কাছে গোপালপুরে হাজার দু'য়েক পরিবারে মে মাস থেকে পিএনজি সংযোগ শুরু হবে। তাদের পরের লক্ষ্য দুর্গাপুজোর সময়ে দুর্গাপুর শহরাঞ্চলে সেই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। পুজোর আগেই নিউটাউন ও হুগলির শ্রীরামপুরের দু'টি আবাসন কমপ্লেক্সে পিএনজি সংযোগ দেওয়ার বিষয়ে আশাবাদী বেঙ্গল গ্যাসও। সেই কাজ চলছে। এইচপিসিএল আগে জানিয়েছিল, তারাও গেলের মূল পাইপলাইন থেকে গ্যাস পাওয়ার পরে পিএনজি সংযোগ শুরু করবে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাণ্ডুয়ার প্রায় সাত হাজার বাড়িতে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

আনন্দবাজার পত্রিকা

বেসরকারি হাত ধরে পরিবেশবান্ধব এসি বাস শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা

এত দিন রাজ্য পরিবহণ নিগম শহরে একচেটিয়া ভাবে এসি বাস চালাচ্ছিল। এ বার পথে নামল বেসরকারি মালিকানাধীন এসি বাস। সোমবার নিউ টাউনের সাপুরজি বাসস্ট্যান্ড থেকে সিএনজি চালিত ওই বাতানুকূল বাস পরিষেবার সূচনা করেন পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সাপুরজি বাসস্ট্যান্ড থেকে পাঁচ নম্বর সেক্টর, করুণাময়ী, সল্টলেক ঘুরে উল্টোডাঙার ১৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে এই রুট। এর জন্য উল্টোডাঙার সরকারি বাসস্ট্যান্ড ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বাসমালিকদের।

বছর দুয়েক আগে বেসরকারি উদ্যোগে এসি বাস চালাতে তৎপর হয়েছিল বাসমালিকদের একটি সংগঠন 'সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিস'। সেই সময়েই সরকারি তরফে এ নিয়ে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু মাঝে অতিমারি পরিস্থিতি এবং ডিজ়েলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে এই রুট চালু করা যায়নি। পরে ডিজ়েলের মূল্যবৃদ্ধির জেরে উদ্ভূত সঙ্কট সামাল দিতে সিদ্ধান্ত হয়, সিএনজি চালিত বাস নামানো হবে। সাপুরজি-উল্টোডাঙা রুটে ২০টি বাস চালানোর অনুমতি দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে পাঁচটি বাস এসে পৌঁছনোয় তাদের দিয়েই আপাতত পরিষেবা শুরু হয়েছে। সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিস সূত্রের খবর, সরকারি বাতানুকূল বাসে ভাড়ার হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁদের বাসের ন্যূনতম ভাড়া ধার্য হয়েছে ২০ টাকা, সর্বাধিক ভাড়া ৩৫ টাকা। প্রতিটি বাতানুকূল বাস ৩১ আসনবিশিষ্ট।

উল্লেখ্য, প্রাক্-অতিমারি পরিস্থিতিতে কলকাতায় সরকারি বাসের আয়ের ৬০ শতাংশ টাকা আসত এসি বাস চালিয়ে। সেক্টর ফাইভের তথ্যপ্রযুক্তি তালুক ছাড়াও হাওড়া, বিমানবন্দর, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর-সহ একাধিক রুটে যাত্রীদের মধ্যে ভালই সাড়া ফেলেছিল সেই বাস। বস্তুত, এসি এবং ভলভো বাসের ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের মাধ্যমেই তখন ভাঁড়ার ভরেছিল রাজ্য পরিবহণ নিগমের। এসি বাসে কিলোমিটার পিছু ৭০-৮০ টাকা আয় হওয়ায় তুলনামূলক ভাবে অলাভজনক রুটেও নন-এসি সরকারি বাস চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

দীর্ঘ অতিমারি পরিস্থিতিতে এসি বাস পরিষেবা কিছুটা ধাক্কা খেলেও এখন আবার তাতে যাত্রী বাড়ছে। এ দিন বেসরকারি উদ্যোগে সিএনজি চালিত বাতানুকূল বাস রুট চালু হওয়ার পরে পরিবহণ নিগমের অন্দরে অনেকেই মনে করছেন, এর ফলে সরকারি বাসের একচেটিয়া পরিষেবার অধিকারে ধাক্কা লাগল। এ দিন ওই বাস পরিষেবার উদ্বোধন করে ফিরহাদ বলেন, ''মেয়র এবং পরিবহণ মন্ত্রী হিসেবে কলকাতার বায়ুদূষণ এবং পরিবহণ, দু'টি বিষয় নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়। বাসমালিকদের বার বার বলেছিলাম বিকল্প পন্থা বার করার জন্য। সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিস এগিয়ে এসে সরকারকে সাহায্য করেছে।''

মন্ত্রী জানান, চলতি মাসেই ২০০টি ইলেক্ট্রিক বাস এসে পৌঁছবে। সরকারি ট্রাম ডিপোগুলিতে গড়ে তোলা হবে সিএনজি-র চার্জিং স্টেশন। 'সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিস'-এর সাধারণ সম্পাদক টিটো সাহা বলেন, ''ভাড়া না বাড়িয়ে সরকারের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে আমরা বিকল্প পথে পরিষেবা শুরু করলাম। সরকারের সাহায্য ছাড়া এই উদ্যোগ সম্ভব হত না।''

Advertisement

CNG Bus: সোমবার থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে প্রথম বেসরকারি সিএনজি বাস পরিষেবা

নতুন এই পাঁচটি বাস আনা হয়েছে ইনদওর থেকে। মোট ২০টি বাসে বরাত দেওয়া হয়েছিল ইনদওরের এক বেসরকারি সংস্থাকে। প্রথম ধাপে তাঁরা পাঁচটি বাসই বাস মালিকদের দিতে পেরেছে। তাই প্রথম পর্যায়ে সেই বাসগুলিই রাস্তায় নামানো হচ্ছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ২০টি বেসরকারি সিএনজি বাস নিউটাউনের রাস্তায় চলাচল করবে। সবকটিই বাস হবে বাতানুকূল। সরকারের ঠিক করে দেওয়া ভাড়াই আপাতত নেবেন বেসরকারি বাস মালিকরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা কলকাতা ১৫ মে ২০২২ ২০:৩৫

Save

আগামীকাল থেকেই পথে নামছে এই বেসরকারি সিএনজি বাস।
নিজস্ব চিত্র

Advertisement

সোমবার থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে প্রথম সিএনজি বাস পরিষেবা। সোমবার নিউটাউনে এই বাস পরিষেবার উদ্বোধন করবেন পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সার্বাবন বাস সার্ভিসেসের তরফে এই বাস পরিষেবা শুরু করা হচ্ছে। আপাতত পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে রাজ্য পরিবহণ দফতরের সহযোগিতায় পাঁচটি বাস

চলাচল করবে নিউটাউনের সাপুরজি থেকে উল্টোডাঙার ১৫ নম্বর সরকারি বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে। পরিবেশবান্ধব এই বাসগুলিতে থাকছে ৩১টি বসার আসন।

নতুন এই পাঁচটি বাস আনা হয়েছে ইনদওর থেকে। মোট ২০টি বাসের বরাত দেওয়া হয়েছিল ইনদওরের এক বেসরকারি সংস্থাকে। প্রথম ধাপে তারা পাঁচটি বাসই বাস মালিকদের দিতে পেরেছে। তাই প্রথম পর্যায়ে সেই বাসগুলিই রাস্তায় নামানো হচ্ছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ২০টি বেসরকারি সিএনজি বাস নিউটাউনের রাস্তায় চলাচল করবে। সবকটিই বাস হবে বাতানুকূল। সরকারের ঠিক করে দেওয়া ভাড়াই আপাতত নেবেন বেসরকারি বাস মালিকরা। যদিও গত বছর থেকেই রাজ্য পরিবহণ দফতর সরকারি উদ্যোগে সিএনজি বাস পরিষেবা শুরু করে দিয়েছে।

সার্বাবন বাস সার্ভিসেসের তরফে টিটো সাহা বলেন, “করোনা সংক্রমণের কারণে বেসরকারি পরিবহণ মালিকরা ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মানুষকে পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর। তাই সরকারি নির্দেশ মতো আমরা নতুন এই বাস পরিষেবা শুরু করছি। আশা করব রাজ্য সরকারও বেসরকারি বাস মালিকদের কথা ভাববেন।”

Advertisement

পরিবহণ দফতরের এক কর্তার কথায়, “পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে রাজ্য চাইছে গোটা পরিবহণ ব্যবস্থাকেই সিএনজি-তে রূপান্তরিত করতে। সেই কর্মসূচিতেই গত বছর পরিবহণ মন্ত্রী সরকারি সিএনজি বাস চালু করেছেন। এ বার বেসরকারি উদ্যোগেও সিএনজি বাস চালু হচ্ছে। এরপর ধাপে ধাপে গোটা পরিবহণ পরিষেবা সিএনজি-তে রূপান্তরিত করাই আমাদের লক্ষ্য।”

Ads by

আরও পড়ুন নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর অফিসে পুলিশ, খবর পেয়ে মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব ধনখড়ের

আরও পড়ুন আবাস যোজনার নাম বদলেছেন যোগী, বিজেপির অভিযোগ খণ্ডাতে অস্ত্র শানাচ্ছে পঞ্চায়েত দফতর

Advertisement

সরকারি উদ্যোগে সিএনজি পাম্প চালু হবে শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাজ্য পরিবহণ নিগমের একাধিক বাস ডিপোর জমিতে বছরখানেক আগেই শুরু হয়েছিল সিএনজি চালিত বাসে জ্বালানি ভরার পরিকাঠামো তৈরির প্রক্রিয়া। এর জন্য বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিসিএল) নামে একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সই করেছিল পরিবহণ নিগম। সেই চুক্তির আওতায় আগামী পয়লা জুন কসবায় নিগমের বাস ডিপোয় চালু হতে চলেছে প্রথম সিএনজি পাম্প। সেখানে সরকারি বাস ছাড়াও বেসরকারি বাস এবং অন্যান্য যানবাহন জ্বালানি ভরার সুযোগ পাবে বলে খবর।

পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর, রাজ্য পরিবহণ নিগম এবং গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থা বিজিসিএল-এর মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী, নিগমের হাওড়া, সল্টলেক, ঠাকুরপুকুর, নীলগঞ্জ, বেলঘরিয়া, সাঁতরাগাছি, করুণাময়ী এবং কসবা—এই আটটি ডিপোয় সরকারি এবং বেসরকারি যানবাহনের সিএনজি ভরার পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। প্রতিটি ডিপোয় প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে ওই পরিকাঠামো তৈরি করবে বিজিসিএল। পরিবহণ দফতর জানাচ্ছে, সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ হিসাবে কসবায় প্রথম সিএনজি পাম্প চালু হতে চলেছে ১ জুন। পাম্প থেকে প্রতি ঘণ্টায় ১৫টি বাস জ্বালানি ভরতে পারবে বলে খবর। এর আগে গড়িয়া এবং নিউ টাউনে বেসরকারি উদ্যোগে সিএনজি পাম্প চালু হলেও সরকারি উদ্যোগে এমন পাম্প কসবায় প্রথম চালু হতে চলেছে। পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের মতে, ভবিষ্যতে পাম্পের সংখ্যা বাড়লে সিএনজি চালিত বাস এবং গাড়ি কেনায় আগ্রহ বাড়বে জনসাধারণের।